

এমির গল্প

কাজী জহিরুল ইসলাম

দুটো বস্তাবন্দী বেড়াল লাফিয়ে উঠে মুজিলাভের অভিপায় জানালো। তখন বেশ বড় একটি গর্তে পড়ে প্রাডোর ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলো। এখন ওরা শান্ত। ঘাপটি মেরে বসে আছে এমির এবনি কাঠের মতো মসৃণ কালো বকের ওপর। মাত্র দুমাস আগেই ওকে রিক্রুট করেছি আমি, আমার সহকারী হিসেবে কাজ করছে মেয়েটি। আইভরিকোস্টের অন্য মেয়েদের চেয়ে ও কিছুটা আলাদা। নাকটা বেশ খাড়া, তবে ভারী। ভারী বুক এবং গুরু নিতম্ব আর দশজন আফ্রিকান নারীর মতোই। কোঁকড়ানো এবং জট পাকানো চুল। সেই চুলে হাজার হাজার ছোট ছোট বিনুনি। ওকে আলাদা করে তুলেছে ওর ঠোঁট। কিছুটা এশিয়ানদের মতো, পাতলা।

এটি কোন গল্প নয়। আমি কোন গল্প লিখছি না, আজ ১৩ জুন ২০০৫।

তুমি কি আবিদজানেই জন্মেছো?

না, ডিম্বকুতে।

এটা আবার কোথায়?

ঠিক মাঝখানে, বুকে। কোতদিভোয়ার বুকে একেবারে।

এমি ওর নিজের বকের মাঝখানটায় পয়েন্ট করে। ছোট ছোট দুটি পাহাড়ের মাঝখানে।

ইয়ামুসুজের কাছাকাছি?

ঠিক ধরেছো।

আবিদজানে কখন এলে?

পাঁচ বছর বয়সে, মায়ের হাত ধরে।

আর বাবা?

অন্য মহিলাকে বিয়ে করেছিলো, মা ওকে ছেড়ে আমাকে নিয়ে আবিদজানে চলে আসে।

তোমার বাবা তাহলে দুই বিয়ে করেছে?

না, এক বিয়েই।

বললে যে অন্য মহিলাকে...

ওটাই, আমার মাকেতো বিয়ে করে নি।

ও। তোমার বাবা এখন কোথায়?

জানি না। সম্ভবত আবিদজানেই আছে।

তোমাকে দেখতে আসে না?

না। ক'জনকে দেখতে আসবে। ওরতো ৩০ জন সন্তান।

হোয়াট? বউ কজন?

একজনই, তবে গার্লফ্রেন্ড ছিলো অনেকগুলো।

তাদেরই একজনের সন্তান তুমি?

প্রথমজনের।

বাবার সঙ্গে তোমার কখনো দেখা হয়েছে?

আমার বয়স যখন দশ, তখন একবার হয়েছিলো।

তোমাকে আদর করেছে?

না। আসলে ঠিক মনে পড়ছে না।

এমি তাকায় বাইরে, যেখানে প্লাতুর পাহাড়ে একটি বড় হাঁস বসে ডিমে তা দিচ্ছে। ওটা ক্যাথিড্রাল। আবিদজানের সবচেয়ে বড় গীর্জা। অসাধারণ আর্কিটেকচার। ঝড়াহত একটি হাঁস

বাবা তোমার কোন খোঁজ নেয় নি এরপর?

না।

তোমার এতে খারাপ লাগে না?

না।

এতে কোন অসুবিধা হয় তোমাদের সমাজে? এই...মানে, এই যে তুমি, মানে তোমার বাবা মা'র বিয়ে হয়নি, অথচ তোমার জন্ম হলো...

না। এখানে এটা কোন সমস্যা না।

ধরো তোমার বিয়ে ঠিক হলো। বরপক্ষ জানলো তোমার এইরকম জন্মের কথা। তাহলে কি বিয়ে ভেঙে যাবার সুযোগ রয়েছে?

না। এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।

তুমিতো খ্রীষ্টান। তোমার বাবা, মা?

মা খ্রীষ্টান। বাবার কথা জানি না।

এখানেতো ৩৫ শতাংশ মুসলমান। ওদেরওকি বিয়ে ছাড়া বাচ্চা-কাচ্চা হয়।

সম্ভবত না। ওদের ধর্মে এটা এলাউড না। তবে আইভরিকোস্টের মানুষ প্রথমে আফ্রিকান, পরে মুসলমান, এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে। তুমি হয়ত দেখেছো, মুসলমান মেয়েরাও বিয়ে ছাড়া সংসার করছে।

খ্রীষ্টান ধর্মে বিয়ে ছাড়া বাচ্চ-কাচ্চার বাবা মা হওয়া এলাউড?

ঠিক জানি না। তবে খ্রীষ্টানরা একবার বিয়ে করলে আর ডিভোর্স দিতে পারে না। এজন্য অনেকেই সহজে বিয়ের ঝামেলায় যেতে চায় না।

তুমিতো অর্থনীতির ছাত্রী। তোমাকে অর্থনীতি নিয়ে দু'একটা প্রশ্ন করি। তোমাদের এখানে মাথাপিছু আয় ৯০০ ডলার। আর শতকরা ৯৫জন দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে। বাকী পাঁচ শতাংশ লোকের আয়ের অংকটা বেশ বড়। এই পাঁচ শতাংশ কারা?

বেশীরভাগই লেবানিজ। কিছু ফ্রেন্শও আছে। হাতে গোনা কিছু আইভরিয়ানও পেতে পারো। ওদের অনেকেরই ডুয়েল সিটিজেনশীপ। দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী অফিসাররাও এদের দলে। আর আছে আমাদের সো-কল্ড পলিটিশিয়ানরা। ওদের প্রায় সবারই ফ্রান্সে বাড়ি আছে।

ব্রেক থেকে পা সরিয়ে আমি ধীরে ধীরে ক্লাচ রিলিজ করে এক্সেলেটর দাবাতে শুরু করি। সেকেন্ড গিয়ার, থার্ড গিয়ার, ফোর্থ গিয়ার। গাড়ি ছুটছে প্লাতু পেরিয়ে উফু বৈগনি সেতুর দিকে, ডেশবোর্ডে তাকিয়ে দেখি ১১০।

তোমার মা কি আবার বিয়ে করেছে?

হ্যাঁ, সে ঘরে আমার তিন বোন আর এক ভাই।

ওরাতো তোমার সৎ ভাই-বোন।

ঠিক ওভাবে আমি কখনো দেখি নি, আমরা কেউ না। আমার বাবা, মানে আমার মায়ের স্বামী, তাকে নিজের বাবাই মনে করি আমি।

দেখো আমার কাছে, একজন এশিয়ান হিসাবে, এটা খুব অবাক লাগছে।

কোনটা?

এই যে বিয়ে ছাড়া বাচ্চা-কাচ্চা হচ্ছে এবং এটাকে খুব সহজভাবেই মেনে নিচ্ছে সবাই।

তাহলেতো তোমাকে আরো একটু অবাক করতে হয়।

তার মানে?

শোন। কোন মেয়ের বিয়ের আগে বাচ্চা হলে বিয়ের বাজারে তার দাম কমে না একটুও বরং আরো বেড়ে যায়।

বলো কি?

এর কারণ হলো আইভরিয়ান পুরুষেরা বিয়ের আগেই নিশ্চিত হতে চায় যে তার হবু স্ত্রীর সন্তান ধারণ ক্ষমতা আছে। সন্তান দিতে না পারলে আইভরিয়ান পুরুষ আমাকে একদিনও রাখবে না।

আমরা তখন উফু বৈগনি সেতু পেরিয়ে কুমাসির দিকে যাচ্ছি। দু’শ মিটার প্রশস্ত রাস্তায় উঠে গাড়ির গতি আবারো বাড়িয়ে দিলাম।

সলিব্রা জংশনে এসে গাড়ি থামাতে হলো। রেড লাইট। আর তখনি একদল হকার গাড়ি ঘিরে ধরলো। কারো হাতে ক্যালকুলেটর, কারো হাতে ঘড়ি, ভিসিডি, কার্পেট, টুলবক্স, খেলনা, এমনকি কারো কারো হাতে স্ট্যান্ডসহ এক-একটি টেবিল ফ্যান। দুপুরের তীব্র রোদে পুড়ছে হকারগুলি। ডেশবোর্ডে চোখ রেখে দেখি বাইরের তাপমাত্রা ৩৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। একটি ছোট্ট শিশু কয়েকটি ছোট ছোট পলিথিনের প্যাকেটে পানি নিয়ে গাড়ির জানালার পাশে এসে লাফ দিচ্ছে। আমি এমির চোখের দিকে তাকাতেই ও বললো, পানি বেচে খায়। পারলে ওকে কিছু খুচরো পয়সা দিয়ে দাও। এই সিগন্যালটা বেশ বড়। প্রায় এক মিনিট। দুটি কিশোর এর মধ্যে গাড়ির উইন্ডশীল্ডে সাবান লাগিয়ে সাফ করতে শুরু করেছে।

এই জায়গাটির নাম সলিব্রা জংশন কেন?

ওই যে দেখো। ওই বিশাল ফ্যাক্টরিটাই সলিব্রা বিয়ারের ফ্যাক্টরি। ক্যাস্টেল বিয়ারও ওরাই বানায়।

উইন্ডশীল্ডের ওপর দিয়ে ঢাউস সাইজের তিনটি সিলভার কালারের সিলিভারের দিকে আঙুল তোলে এমি। ডানদিকের ফাকা জায়গাটিতে একটি সিমেন্টের ঈগল আর মাথাভাঙ্গা একটি সিংহের প্রতিকৃতি।

আমরা সলিব্রা জংশন পেরুলাম।

কিছু মনে না করলে তোমার জন্ম এবং এই সমাজব্যবস্থা নিয়ে আরো কিছু টুকটাক কথা বলতে চাই।

এমি কিছু বলছে না। চুপচাপ। ও কি মাইন্ড করলো?

আমিও নীরব। যুগল নীরবতা একটা গুমট অস্বস্তি তৈরী করেছে গাড়ির ভেতরে। এসিটা বাড়িয়ে দিলাম। এমি তাকিয়ে আছে বাইরে, জানালা দিয়ে। ওখানে বড় বড় অক্ষরে লেখা ‘ক্যাপসুড’। এই

শহরের একটি অভিজাত সুপারমার্কেট। মেয়েটি হঠাৎ কথা বলে ওঠাতে আমি খানিকটা চমকে উঠি।
স্টিয়ারিংয়ে আমার হাত কৈপে ওঠে।

কি বলতে চাও, বলো।

কোন অসুবিধা হয় না? মানে সামাজিক না হোক, নৈতিক?

এই যে আমি.....

হ্যাঁ। ইংরেজিতে এ ধরনের সন্তানদের একটা নাম আছে।

বাস্টার্ড।

না, মানে ওটা একটা গালিতো...

সামাজিক অসুবিধাও হয়।

তোমার হয়েছে?

হয়েছে। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি তখন একটা ছেলেকে আমার খুব ভালো লাগে। আমরা
একসময় খুব ঘনিষ্ঠ হই। আসলে আমরা একে অন্যের প্রেমে পড়ি।

এরপর ছেলের অবিভাবক তোমাকে মেনে নেয়নি।

বিষয়টা অতি সিম্পল ফর্মুলায় শেষ হয়নি।

শেষ হয়ে গেছে?

এমি তখন কৈঁদে ফেলে। ওর কালো, বড় বড় চোখ দুটিতে লেগুনের নীল জলের স্রোত।

আমি আর কোন কথা বলতে পারছি না। আমরা কুমাসির খুব কাছাকাছি। আমার কম্পিউটার
বিগড়েছে। ওটা ঠিক করতে দিয়েছি। সিআইটিএসের ওয়ার্কশপে। কম্পিউটার ঠিক হয়ে গেছে। ওটা
আনতে যাচ্ছি। কম্পিউটার নষ্ট হলে ঠিক হয়ে যায়। সবকিছু ঠিক হয় না। এমির কান্না থেমেছে। ও
হাত ইশারায় আমাকে বাঁ-দিকের গলিতে ঢুকতে বলে। আমি গাড়ি ঘোরাই।

ছেলোটির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কতখানি গভীর হয়েছিল?

প্রশ্নটি আমি খুব ভয়ে ভয়ে করি ওকে।

আমরা আবিদজানের বাইরেও গিয়েছি।

কোথায়?

প্রথমে ইয়ামুসুক্রে। ওখানেই রাত কাটাই। হোটেলো। এরপর যাই ডিম্বক্রু।

তোমার জন্মস্থান?

হ্যাঁ। তখনি জানতে পারি।

কি?

লামিন।

ওই ছেলোটি?

আমার ভাই।

কুমাসির সিকিউরিটি গার্ড ওর উত্তল মিরর দিয়ে গাড়ির তলা চেক করছে।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

১ সেপ্টেম্বর, ২০০৬

